সমকাল

সা ক্ষা ৎ কা র

সৈয়দ মাহবুবুর রহমান

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে বেসরকারি ব্র্যাক ব্যাংক। ব্যাংকটির মোট ঋণের প্রায় ৫০ শতাংশ দেওয়া হয়েছে এসএমই খাতে। আজ এক যুগ পূর্ণ হচ্ছে ব্যাংকটির। এ সময়ে ব্র্যাক ব্যাংকের অগ্রগতি ও ব্যাংক খাতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমকালের সঙ্গে কথা বলেছেন এই ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ওবায়দুল্লাহ রনি

এসএমই অগ্রাধিকার অব্যাহত রাখবে ব্র্যাক ব্যাংক

সমকাল : এসএমই খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যাংকিং করছেন কেন?

মাহবুবুর রহমান : বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি বছর ১৬ থেকে ১৮ লাখ লোক নতুন করে কর্মসংস্থানের সন্ধান করছে। বর্তমান অবকাঠামো ব্যবস্থায় এসব ব্যক্তির প্রত্যেকের চাকরির সুযোগ দেওয়া অসম্ভব। তবে এসএমই খাতের মাধ্যমে এদের মধ্য থেকে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করে চাকরির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সম্ভব। এভাবে কর্মসংস্থান বাড়লে তখন আয় বাড়ে, আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে আর চাহিদা বাড়লে সামগ্রিক অর্থনীতির গতি সঞ্চার হয়। এ কারণে অন্যান্য খাতের সঙ্গে এসএমই খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যাংকিং করছে ব্র্যাক ব্যাংক। সামনের দিনেও এসএমই খাতকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

সমকাল : এক যুগে ব্র্যাক ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য অর্জন কি?

মাহবুবুর রহমান : এ সময়ে এসএমই খাতের চার লাখের বেশি উদ্যোক্তাকে মোট ২২ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক। এর ৯০ শতাংশ কোনো ধরনের জামানত ছাড়াই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সরাসরি ১২ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ ছাড়া ব্র্যাক ব্যাংকের এসএমই ঋণ কার্যক্রম দেখে বাংলাদেশ ব্যাংক এ খাতকে এগিয়ে নিতে নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসএমই খাতের জন্য আলাদা একটি বিভাগ গঠন করেছে। এখন সব ব্যাংক থেকেই এসএমই খাতের জন্য বার্ষিক একটি ঋণ লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হচ্ছে। ব্র্যাক ব্যাংক এগিয়ে না এলে আজকের এ অবস্থা হয়তো হতো না।

সমকাল : আপনাদের আধুনিক ব্যাংকিং সেবা নিয়ে কিছু বলুন?

মাহবুবুর রহমান : গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা থেকেই আধুনিক সেবা দিয়ে আসছে ব্র্যাক ব্যাংক। সব শাখা অনলাইনের পাশাপাশি বর্তমানে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এটিএম সেবাদানকারী ব্যাংক এটি। এই সেবার পরিসর আরও বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। এসব বুথ থেকে টাকা উত্তোলনের পাশাপাশি যে কোনো সময় জমা দেওয়ার সুবিধার্থে 'ক্যাশ ডিপোজিট' মেশিন স্থাপনের চেষ্টা চলছে। শহরের পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকেও উন্নত ব্যাংকিং সেবা দিতে গ্রামাঞ্চলের সব শাখার সঙ্গে একটি করে এটিএম বুথ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়া ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'বিকাশের' মাধ্যমেও পিছিয়ে পড়া মানুষকে সেবা দেওয়া হচ্ছে।

সমকাল : দেশের অন্যান্য বেসরকারি ব্যাংকের তুলনায় ব্র্যাক ব্যাংকের স্প্রেড ব্যবধান বেশি থাকার কারণ কি?

মাহবুবুর রহমান : ব্র্যাক ব্যাংক ঝুঁকি নিয়ে কোনো ধরনের জামানত ছাড়াই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণ করে। এ ধরনের ঋণের মূল লক্ষ্য তাদের মহাজনি ব্যবস্থা থেকে বের করে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসা। এরপরও বলব, ব্র্যাক ব্যাংকের ঋণ ও আমানতের মধ্যকার সুদহারের ব্যবধান (স্প্রেড) নিয়ে গ্রাহক পর্যায় থেকে তেমন কোনো অভিযোগ নেই। মাঝে মধ্যে দু'একটি অভিযোগ এলে সে বিষয়ে ক্ষতিয়ে দেখা হয়। এ ছাড়া স্প্রেড হিসাবায়নের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক যে নির্দেশনা দিয়েছে সেখানে এসএমই ও ভোক্তা ঋণকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী আমাদের স্প্রেড কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দেশিত সীমার মধ্যেই রয়েছে।

সমকাল : সামগ্রিক ব্যাংক খাত এখন কেমন চলছে?

মাহবুবুর রহমান : প্রতিবারই নির্বাচনী বছরে এসে অর্থনীতির গতি কিছুটা কমে যায়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা দেখা যায়। কারা সরকার গঠন করবে, নতুন সরকারের ব্যবসায়িক নীতি কী হবে এসব নিয়ে তারা চিন্তিত থাকেন। এসব কারণে উদ্যোক্তারা নতুন বিনিয়োগ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকেন। ফলে নির্বাচনী বছরে অন্যান্য খাতের মতো ব্যাংকের ব্যবসার গতি কিছুটা কমে। তারপরও এবার যেভাবে চলছে তা ভালো বলে মনে হচ্ছে।

সমকাল : বেসরকারি খাতে বেশি মাত্রায় বিদেশি ঋণের অনুমোদন ব্যাংক খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে কি?

মাহবুবুর রহমান : আগ থেকেই বেসরকারি খাতে বিদেশি ঋণের অনুমোদন দেওয়া হলেও সম্প্রতি এই হার বেড়েছে। উদ্যোক্তারা অপেক্ষাকৃত কম সুদে বিদেশি ঋণ নিচ্ছেন এটা ভালো। তবে একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে এ ঋণ আবার পরিশোধ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে একই সঙ্গে যদি অনেক ঋণ পরিশোধের সময় এসে যায় এবং আমদানি চাপ বাড়ে তখন বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ বাড়বে। তিনি বলেন, দেশের অবকাঠামোসহ নানা কারণে বর্তমানে ক্যাপিটাল মেশিনারিজসহ বিভিন্ন পণ্যের আমদানি কমে সামগ্রিক আমদানিতে নেতিবাচক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। একই সঙ্গে রেমিট্যান্স ও রফতানি বাড়াসহ নানা কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে। তবে সবসময় পরিস্থিতি এমন থাকবে এমনটি ভাবা ঠিক হবে না।

সমকাল : নতুন ব্যাংক এ খাতে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে কি?

মাহবুবুর রহমান : কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নতুন করে ৯টি ব্যাংকের অনুমোদন দেওয়ায় অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এদিক বিবেচনায় এটি ভালো। তবে দেশে বেকার লোকের সংখ্যা অনেক হলেও উচ্চ পর্যায়ে যোগ্য লোকের অভাব রয়েছে। সে ক্ষেত্রে নতুন ব্যাংক যদি অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য বা অদক্ষ লোক দিয়ে চালানোর চেষ্টা হয়, তবে তা অবিবেচকের মতো কাজ হবে। তাতে ব্যাংক খাতে অসম প্রতিযোগিতার সুযোগ তৈরি হবে। তবে এখন পর্যন্ত সে ধরনের কিছু চোখে পড়েনি।

সমকাল : ব্র্যাক ব্যাংকের ঋণ ও আমানত পরিস্থিতি নিয়ে কিছু বলুন?

মাহবুবুর রহমান : তৃতীয় প্রজন্মের ব্যাংক হিসেবে যাত্রা শুরু হওয়া এই ব্যাংকে বর্তমানে আমানত রয়েছে ১৩ হাজার কোটি টাকার ওপরে। ঋণ রয়েছে ১২ হাজার কোটি টাকা। এই ঋণের মধ্যে পাঁচ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এসএমই খাতে, যার ৯০ শতাংশ পেয়েছেন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা। বর্তমানে ব্যাংকটির ঋণ আমানত অনুপাত ৮২ দশমিক ৭০ শতাংশে রয়েছে।